দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 24 JUN 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 4 কলাম ... 1 ...

OL 037

মেডিক্যাল কলেজে শূন্য আসন

ভাবতে অবাক লাগে বহু মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী যেখানে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মেডিক্যালে ভর্তি হবার সুযোগ পাচ্ছে না, সেখানে এবারও মেডিক্যাল কলেজগুলোর প্রথম বর্ষে ৭০টির মত আসন খালি থাকছে।

নতুন পাসকরা ডাক্তারদের সকলকে সরকার চাকরি দিতে পারছেন কিনা কিংবা দিতে বাধ্য কিনা সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় দেশে ডাক্তারের সংখ্যা যে নগণ্য সে ব্যাপারে দ্বিমতের অবকাশ নেই। দেশের ৮টি মেডিক্যাল কলেজ থেকে বছরে ১২০০ করে ছাত্র পাস করে বেরুলেও নিকট ভবিষ্যতে জনসংখ্যার তুলনায় ডাক্তারের সংখ্যা পর্যাপ্ত হবে না। অথচ অব্যবস্থা এবং সিদ্ধান্তহীনতার কারণে প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও সেই ১২০০ আসনও পূর্ণ হচ্ছে না।

আর্থিক সীমাবদ্ধতা ও অন্যান্য কারণে নতুন মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করতে না পারায় চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আসন সংখ্যা বাড়ানো যাচ্ছে না। এটা সরকারের কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। তার ওপর বিদ্যমান আসন খালি থাকা কর্তৃপক্ষের আরো বড় ব্যর্থতাকেই তুলে ধরে।

ভর্তি সংক্রান্ত নিয়মাবলীর ত্রুটিই প্রতিবছর ৬০/৭০টি আসন খালি থাকার প্রধান কারণ। ভর্তির জন্য প্রথম পর্যায়ে নির্বাচিত সকল ছাত্র-ছাত্রী যে মেডিক্যালে ভর্তি হবে না সে কথা জানা। কেউ কেউ অন্যত্র ভর্তির সুযোগ পেয়ে চলে যাবে। সে জন্যই অপেক্ষমাণ তালিকা তৈরী করা হয়। প্রথম দফা অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে শূন্য আসনে যাদের ভর্তি হবার কথা তারাও যদি সকলে ভর্তি না হয় তাহলে কেন সময়মত অবশ্যই আসনগুলো পূরণ করার জন্য দ্বিতীয় দফা অপেক্ষমাণ তালিকা টানিয়ে দেয়া হয় না তার জবাব দেবার দায়িত্ব ভর্তি কর্তৃপক্ষের।

বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হবার পর অন্যত্র চলে যায় বলে তাদের আসনগুলোও খালি পড়ে থাকে। এই আসনগুলো বাতিল করার জন্য দীর্ঘ ৪ মাস সময় দিতে হবে কেন? ক্লাস শুরু হবার একমাসের মধ্যে যদি কোন ছাত্র-ছাত্রী ক্লাসে যোগদান না করে কিংবা অনুপস্থিতির সন্তোষজনক ব্যাখ্যাসহ ছুটির আবেদন না পাঠায় তাহলে তাদের ভর্তি বাতিল হয়ে যাবে বলে নিয়ম করে দেয়া উচিত। সে ক্ষেত্রে তাদের শূন্য আসনগুলোও অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে পূরণ করা সম্ভব।

মেডিক্যাল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রথম বর্ষসমূহে আসন খালি থাকার আর একটি প্রধান কারণ এগুলোর ভর্তির সময়সূচীতে সমন্বয়হীনতা। বিভিন্ন বোর্ডের এইচ এস সি পরীক্ষার ফল একদিনে প্রকাশিত হলেও অনার্স, ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেডিক্যালে ভর্তি কাছাকাছি সময়ে অনুষ্ঠিত হয় না। ফলে দেখা যায় একজন ছাত্র মেডিক্যালে ভর্তি হবার ৩/৪ মাস পর ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হবার সুযোগ পেয়ে সেখানে চলে যায়। একইভাবে উল্টোটিও ঘটতে পারে। এটা রোধ করার জন্য এইসব প্রতিষ্ঠানের ভর্তির সময়সূচীতে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

আসন খালি পড়ে থাকার বিষয়টি যদি এবারই প্রথম ঘটতো তাহলে না হয় অজুহাত দেয়া যেতো যে, আগে তা অনুমান করা যায়নি। কিন্তু প্রতিবছরই যেখানে আসন খালি থাকছে সেখানে কর্তৃপক্ষের জবাব কি? প্রতিবিধানের ব্যবস্থা কেন নেয়া হয়নি?

চলতি বছরের শূন্য আসন কিভাবে পূরণ করা হবে সে ব্যাপারে এখন পর্যন্ত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় হতে কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশ মেডিক্যাল এডুকেশন দফতরে পাঠানো হয়নি। তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে, কর্তৃপক্ষই চান আসনগুলো খালি পড়ে থাকুক এবং সরকারী অর্থ ও শিক্ষার দুর্লভ সুযোগ-সুবিধার অপচয় হোক?

আমাদের দেশে ওপর-নীচ দু' তরফেই গাফিলতি দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে নীচ থেকে কোন উদ্যোগ নিতে দেখা যায় না। উল্টো দিকে যতই বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলা হোক অনেক ক্ষেত্রে ওপর থেকে সিদ্ধান্ত না দেয়ায় কিংবা অনুমোদন দিতে বিলম্ব করায় নীচের স্তরে উদ্যোগ থাকলেও অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না। উভয় ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী হয় সাধারণ মানুষ, এখানে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা। অবিলম্বে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন।